International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 98-100
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 18-03-2026
Accepted: 30-03-2026
Publish : 31-03-2026

Shakina Khatun
Former Student
Dept. of History,
Calcutta University,
West Bengal, India

Correspondence:
Shakina Khatun
Former Student
Dept. of History,
Calcutta University,
West Bengal, India

বাঙালি মুসলমান সমাজে বেগম রোকেয়া ও মাসুদা রহমান: একটি তুলনামুলক আলোচনা

Shakina Khatun

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19382044

Abstract:

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালী মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা এবং সামাজিক সংস্কারের প্রশ্নে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এবং মাসুদা রহমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেগম রোকেয়া তার বিভিন্ন প্রবন্ধে, গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, নারী স্বাধীনতা এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। অপরদিকে মাসুদা রহমান তার সাহিত্য ও প্রবন্ধের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, অধিকার এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্নকে সামনে এনেছেন। এই দুই লেখিকার রচনায় প্রতিফলিত নারীবাদী চিন্তা, নারীশিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ধারণাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি নারীবাদী চিন্তার বিকাশে তাদের অবদানকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

Keywords — বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, মাসুদা রহমান, নারীবাদী চিন্তা, বাঙালি মুসলিম নারী, বাঙালি মুসলিম সমাজ, অবস্থান, পিছিয়ে পড়া।

Objectives:

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও মাসুদা রহমানের রচনায় প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান, নারীবাদী চিন্তা, নারীশিক্ষা সম্পর্কিত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা।

Methodology:

এই গবেষণায় মূলত বিশ্লেষণধর্মী ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বেগম রোকেয়া ও মাসুদা রহমানের বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প ও সাহিত্যকর্মকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করে তাদের রচনায় প্রতিফলিত নারীবাদী চিন্তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক গবেষক ও সাহিত্য সমালোচকদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধকে গৌণ উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উৎসের আলোকে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীশিক্ষা, নারী স্বাধীনতা এবং নারীর অবস্থান সম্পর্কিত তাদের ভাবনা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। 'নারীবাদ' এই বিষয়ে আলোচনা করার মৌলিক উদ্দেশ্য হল নারীদের অধিকার ও সম্মান বিষয়ে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা। বাঙালী মুসলিম সমাজে নারীবাদ নিয়ে আলোচনা করলে যে নামগুলি উঠে আসে তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল মাসুদা রহমান (মিসেস এম. রহমান নামে ও পরিচিত) ও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত। তাঁরা হলেন সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারী চেতনার প্রতিভূ।

মাসুদা রহমান:

১৮৮৫ সালে হুগলি জেলার শেরপুরের একটি শিক্ষিত রক্ষণশীল পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার কঠোর বিরোধিতার কারণে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেননি। বাড়িতে তিনি কোরান শরীফ, উর্দু ও বাংলার সামান্য জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়া তিনি গোপনে তাঁর এক চাচাতো ভাই ও পরিবারের এক হিন্দু হিসাব রক্ষকের কাছ থেকে বই পড়া শিখেছিলেন। মাসুদা রহমান নিঃসন্দেহে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের বাঙালি মুসলিম সমাজের একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর ছিলেন। যদিও তাঁর সমসাময়িকরা তাঁকে সবসময় অসাধারণ লেখক হিসেবে বিবেচনা করেননি, তবুও তাঁর প্রতিবাদী গদ্য সেই সময়ের ধীর গতি ও পুরুষকেন্দ্রিক সংস্কার আলোচনার মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়ে। ১৯২৩ সালে তাঁর নারীমুক্তি সম্পর্কিত ধারণা "আমাদের দাবি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি দেখান যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের যে অপর্যাপ্ত শিক্ষা দেওয়া হয় তা কোনো উপকারে আসে না। তাঁর রচিত 'আমাদের স্বরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের

সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যার মূল বক্তব্য ছিল নারীর প্রকৃত পরিচয় ও আত্মসচেতনতা। এটি লক্ষণীয় যে, মাসুদা প্রায়ই নারীদের দুর্দশার কথা লিখলেও তাঁর প্রবন্ধে নারীরা কখনো করুণার বস্তু হিসেবে উপস্থিত হয় না। বরং তাঁর ভাষায় তারা 'রক্তপিপাসু বাঘিনী', যারা অবহেলিত ও নিপীড়িত হলেও ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে অধিকার ও স্বাধীনতার সন্ধানে। তাঁর এই তীক্ষ্ণ গদ্যভাষা ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে নির্ভীক আক্রমণের জন্য তিনি "বাংলার অগ্নী নাগিনী" নামে পরিচিত হন। সেই সময় মাসুদা রহমানকে এক ধরনের "বিপ্লবী লেখিকা" হিসেবে দেখা হত।

তার অনেক লেখায় যন্ত্রণা ও বেদনার ছাপ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি লেখায় তিনি নিজের গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে না পারার জন্য। তিনি তীব্রভাবে বলেছেন — "নারীর কাজ কী শুধু রান্না করা, সন্তান জন্ম দেওয়া (কুকুরীর মতো), পুরুষদের আরোপিত স্বার্থপর নিয়ম মেনে চলা এবং অন্ধভাবে পুরুষদের পায়ে সম্মান নিবেদন করা?" এই ধরনের অকপট রাগ, কখনো বা সরাসরি পুরুষ আত্মীয়দের উদ্দেশ্য করে বলা, সমাজ সবসময় ভালো ভাবে নেয়নি। মাসুদার সমসাময়িকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী শামসুন্নাহার মাহমুদ তাঁর মৃত্যুর পরে মন্তব্য করেছিলেন— "তিনি এমন এক সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যখন মুসলিম নারীরা চরম দুর্দশার মধ্যে ছিল, যেন তাদের সমস্ত সঞ্চিত বেদনা ও দুঃখ তাঁর লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছিল— নারীদের স্বাধীনতার সন্ধানে অনুপ্রাণিত করার জন্য।" স্বাধীনতার উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষায় তাদের উন্মুখ করে তোলার জন্য। আসলে সমাজের বিধিনিষেধের প্রতি মাসুদার প্রতিক্রিয়া ছিল অস্পষ্ট নয় — বরং অত্যন্ত স্পষ্ট। পুরুষদের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করার কোনো অর্থ নেই, কারণ পুরুষরাই এই ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত ছিল। তিনি বলেছেন— "পুরুষদের কাছ থেকে কিছু আশা করো না। আমাদের জোর করে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে।" নারীকে হতে হবে শিক্ষিত, স্বনির্ভর ও স্বাধীন। এভাবেই এগিয়ে আসতে হবে নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন:

এই সময়ে অথবা তাঁর পরে যিনি সকলের উর্ধ্বে ছিলেন, তিনি হলেন বহুল সম্মানিত এবং একই সঙ্গে সমালোচিত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। রোকেয়া ছিলেন চিন্তাশীল গদ্যলেখিকা এবং সমকালীন সমাজ চিন্তায় সর্বোতভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) পায়রাবন্দি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনে সবচেয়ে সঙ্কটময় সময় ছিল তাঁর প্রাক-বিবাহ জীবন। তিনি নিজেই বলেছেন, ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষা বিরোধী পিতা ঘুমিয়ে পড়লে অগ্রজ আবুল আসাদ ইব্রাহিমের কাছে হারিকেনের আলোয় চলতো ইংরেজি ও বাংলা পাঠ। জনৈক এক মেমের কাছে তিনি কিছুদিন ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রোকেয়ার সুপ্ত প্রতিভা প্রস্ফুটিত হয়েছিল তাঁর শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সান্নিধ্যে এসে।

বেগম রোকেয়া সমাজে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা স্থাপনে ছিলেন মুক্ত পথের দিশারী। এই উদ্দেশ্যকেই সফল করতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ওলিউল্লাহ লেনে মাত্র ৮টি ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল। যদিও এই ওলিউল্লাহ লেন স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তবে তিনি সাফল্যের সঙ্গে সেসব বাধা অতিক্রম করেছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিন-ই-ইসলাম'। এই সমিতির সঙ্গে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন তিনি। বহু বিধবা নারী, বৃদ্ধ ও দরিদ্র তাঁর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেতেন। বহু অভাবগ্রস্ত বালিকা তাঁর অর্থে শিক্ষা লাভ করেছিল। তার মতে, নারীর অধিকার নারীই অর্জন করতে হবে। পুরুষের মাধ্যমে নয়। বেগম রোকেয়া বহু প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন যেখানে তাঁর এই প্রতিবাদী ধ্বনি শোনা যায়। এমন কিছু প্রবন্ধ ও উপন্যাসের নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো, যথা— তিনি বলেন, অলঙ্কার যেন নারীর ওপর এক প্রকার বোঝা। তিনি নারীকে অলঙ্কার পরিহার করে পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য যা করার প্রয়োজন তাঁর উপদেশ দেন। 'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে তাই তিনি বলেছেন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে। তিনি আরও বলেন— "যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?" তাঁর লেখা ইংরেজি উপন্যাস 'Sultana's Dream'-এ তার নারীমুক্তির চিন্তা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসে নারীরা স্বাধীন এবং পুরুষরা সেখানে বন্দী। ফলে নারী মুক্ত থাকায় চুরি, ডাকাতি হয় না; যার জন্য পুলিশ বা ম্যাজিস্ট্রেটেরও দরকার হয় না। স্বামী সাখাওয়াত হোসেন উপন্যাসটি পড়ে একে পুরুষ সমাজের প্রতি "Terrible Revenge" বলে মূল্যায়ন করেন।

'সিসেগ ফাঁক' প্রবন্ধে তিনি বলেন "স্ত্রী শিক্ষা ছাড়া প্রকৃত মুক্তি নাই"। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে জিজ্ঞাসা করেন, 'অকারণে তালাকের বিরুদ্ধে কোনো আইন নাই কি?' 'গৃহ' প্রবন্ধে উপহাস করে তিনি বলেন যে নারী নামক উপহারটি সৃষ্টি করতে ঈশ্বরকে বেগ পেতে হয়েছিল এবং তা পুরুষকে উপহার দিলেন, উপহারটা যেন বানরের গলায় মতির মালা। রোকেয়া স্ত্রী কর্তৃক পুরুষকে 'স্বামী' সম্বোধনের গুরুতর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে জাগতিক ক্ষেত্রে যখন একে অপরের প্রতি নির্ভরশীল, তখন কেউ কারও স্বামী হতে পারে না। এ বিষয়ে 'স্ত্রী-জাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, যেখানে দরিদ্র স্ত্রীলোক সেলাই কাজ বা দাসীবৃত্তি করে অর্থ উপার্জন করে পতিপুত্রদের পালন করে, সেখানেও কি ঐ অকর্মণ্য পুরুষই 'স্বামী' থাকে। পর্দা অর্থে যদি শরীরাবৃত হয় তাহলে রোকেয়ার কোনো আপত্তি ছিল না, তবে গৃহকোণে বন্দি তাঁর মতে পর্দা নয়, অবরোধ; তাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। অবলীলায় তিনি ছিলেন অ-সাম্প্রদায়িকতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর মতে, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ় সেখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক; যেখানে ধর্মের বন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছে। ধর্ম আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় করে।

রোকেয়ার চোখে অবশ্য সব পুরুষ ধর্মবাজ বা স্বার্থপর ছিল না। তেমনই এক প্রগতিশীল চরিত্র সলমান 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে সিদ্দিকার উদ্দেশ্যে বলেন— "তুই জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতহ। মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য যাহাতে তোকে কোনো দুরাচার পুরুষের গলগ্রহ না হইতে হয় আমি তোকে সেইরূপ শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে প্রস্তুত করিব"। আসলে রোকেয়ার স্বতন্ত্রতা সেখানেই তিনি কেবল সমস্যার কথা বলেননি, সেই সমস্যার সমাধানের কথা ও বলেছেন সুন্দর ভাবে।

Conclusion:

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, মানস প্রকৃতিতে আধুনিকা বলতে যা বোঝায় মাসুদা রহমান ও বেগম রোকেয়া তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাঙালী

মুসলিম সমাজে নারীবাদ এর কথা হলে এঁদের নাম থাকবে সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁরা শাণিত কলম ধরেছিলেন নারীমুক্তির জন্য। মাসুদা রহমানকে দেখা হত একজন বিপ্লবী লেখিকা হিসাবে। শিবনারায়ণ রায় রোকেয়া সম্পর্কে বলেন— "তিনি শুধু সমাজের সমালোচনা করেননি, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকেও নানাভাবে আক্রমণ করেছেন। তার সমকালীন কোনো হিন্দু মহিলা ও এই ধরণের প্রবন্ধ লিখেছেন বলে জানা নেই।" বাঙালী মুসলিম সমাজে তাদের ভূমিকা শুধু লেখিকা হিসাবে নয়, নারীমুক্তির অন্যতম অগ্রপথিক হিসাবে। যারা সর্বদা প্রচলিত সামাজিক প্রতিকূল স্রোত ঠেলে উজানের দিকে এগিয়েছেন, কখনও ভেসে যেতে চাননি।

Bibliography

1. Sarkar, Mahua, (2008). *Visible Histories Disappearing Women*, Duke University Press.
2. Amin, Nishat Sonia. (1996). *The World of Muslim Women in Colonial Bengal, 1876-1939*, NEW YORK Press.
3. রহমান, মুকিদুর কাজী. (1994). *অর্ধেক আকাশ তুমি জ্যোতির্ময়ী বেগম রোকেয়া*, গণশক্তি পত্রিকা।
4. Hossain, Intekhab Md. *Muslim Women of West Bengal: An Enquiry into their Minority Status*, IOSR Journal of Humanities and Social Science (JHSS), 2012.
5. SARKAR, TANIKA, (2024), *RELIGION & WOMEN in INDIA, gender, faith and Politics, 1780s—1980s*, SUNY PRESS.